দৈনিক বাংলা 134

তারিখ ... ২৫-৮-৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

রাজধানীর ২২টি প্রাইমারী স্কুল

এসব স্কুলের নিজস্ব কোন জমি নেই। পরিত্যক্ত ও অনাবাসিক সম্পত্তির ওপর এসব স্কুল চলে আসছে

(দিলীপ দেবনাথ)

ঢাকা শহরের ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খাতাপত্রে এগুলো সরকারী স্কুল। কিন্তু এসব স্কুলের নিজস্ব কোন জমি নেই। স্কুলগুলো চলছে পরিত্যক্ত ও অনাবাসী সম্পত্তিতে। ফলে এসব স্কুলের উন্নয়ন বা সংস্কার সাধনের কর্মসূচীও ব্যাহত হচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে না ডেভেলপমেন্টের টাকা। পাওয়া যাচ্ছে না জমির বরাদ্দ। সার হচ্ছে সরকারী দুই দফতরের মধ্যে শুধু চিঠি লেখালেখি।

ভূমিহীন এই বাইশটি স্কুলের মধ্যে রয়েছে ঢাকা শহরের দুটি অতি প্রাচীন স্কুল। এর একটি ৪৮ নং হেমেন্দ্র রোডের সূত্রাপুর প্রাইমারী স্কুল, অন্যটি লক্ষ্মীবাজারের ৪৮, শুভাষ এভিনিউস্থ একরামপুর প্রাইমারী স্কুল।

সূত্রাপুরের এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক কৃষ্ণমোহন দাস। তিনি স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির ওপর। ১৯৪৮ সালের পর এই পরিবারের লোকজন তাদের জমিজমা বিক্রি করে ভারতে চলে যান। সে সময় স্কুলটির জমিও নাকি তারা বিক্রি করে দেন। এরপর থেকেই স্কুলটি ভূমিহীন। স্কুলটি এখন চলছে অনিবাসী সম্পত্তিতে।

ঢাকার এমনি আরেকটি পুরনো স্কুল একরামপুর প্রাইমারী স্কুল। প্রায় ৮২ বছর আগে ১৮৯৫ সালে

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে

॥ এক ॥

এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনৈক গিরীশ চন্দ্র দাস। তারপর থেকেই এই স্কুলটি চলে আসছে। পেয়েছে সরকারী অনুমোদন।

স্কুলটি এখন ভূমিহীন। চলছে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। এরও কারণ একটাই। এই স্কুলের সম্পত্তি নাকি ১৯৩৫ সালে মাহবুব এলাহী ও রহমান এলাহী নামে দুজন ভদ্রলোক কিনে নেন। তারা অবশ্য এ সম্পত্তির দখল নিতে পারেননি। গত স্বাধীনতাযুদ্ধের পর তারা ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যান। তাদের সম্পত্তি ফলে পরিণত হয় পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। স্কুলটিরও তাই এখন আর নিজস্ব কোন জমি নেই।

এ দুটি স্কুল ছাড়াও ঢাকা শহরে রয়েছে এমনি আরো ২০টি প্রাইমারী স্কুল। এর একটি ১১, অভয় দাস লেনের শহীদ নবী প্রাইমারী স্কুল। স্কুলটি চলছে ৭২ সাল থেকে। এ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় চারশো। ৬ কামরার ঐ স্কুলের সম্পত্তির পরিমাণ ৪ কাঠা। সম্পত্তিটি পরিত্যক্ত।

২২, বনগ্রাম রোডের ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল। এ স্কুলটি চলছে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। ১৪ কামরার এ স্কুলের দখলিকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার ৮ শ ৪০ বর্গফুট। ছাত্র সংখ্যা প্রায় তিনশো। চলছে ৭২ সাল থেকে। স্কুলটি এখনো কোন জমি পায়নি।

২১৮, লালমোহন সাহা স্ট্রীটের [illegible] প্রাইমারী স্কুল। ৪ কাঠা জমির ওপর এই স্কুল চলছে ৫৫ সাল থেকে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দু শ'। এ স্কুলটিও এখনো কোন জমি বরাদ্দ পায়নি।

এমনি আরেকটি স্কুল ৫৬, কাপ্তানবাজারের খোদাবক্স প্রাইমারী স্কুল। পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের জমির পরিমাণ ১০ কাঠা। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন শ'। স্কুলঘরটি টিন শেডের। এর দেয়াল ইটের।

'৫৫ সাল থেকে এমনি একটি স্কুল চলে আসছে ১ নং লালচাঁদ মুকিম লেনে। স্কুলটির নাম লালচাঁদ প্রাইমারী স্কুল। এ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা এক শ'র ওপর। স্কুলটি চলছে ২ শ' বর্গফুট পরিমিত পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে।

প্রায় ৪ শ' ছাত্র নিয়ে ৩১, লালচাঁদ মুকিম লেনে এমনিভাবেই চলছে গোলাঘাট প্রাইমারী স্কুল। পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর তৈরি এ স্কুলের জায়গার পরিমাণ ৪০ শতাংশ। স্কুলটি চলছে '৭২ সাল থেকে।

বঙ্গবাসী প্রাইমারী স্কুল একইভাবে চলছে ১৭, মদনমোহন পাল লেনে। এ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা তিন শ'র ওপর। স্কুলটি চলছে '৭২ সাল থেকে।

প্রায় পাঁচ কাঠা জমির ওপর গত ৬১ সাল থেকে চালু সৈয়দ মোহসীন আলী প্রাইমারী স্কুলেরও একই দশা। প্রায় দু শ' ছাত্র এ স্কুলে পড়াশোনা করছে। কিন্তু নিজস্ব জমি নেই বলে এ স্কুলটির অবস্থাও জীর্ণ।

তোপখানা রোডের ইয়াকুব মেমোরিয়াল স্কুলটিরও নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। '৭২ সাল থেকে এ স্কুলটি চলছে একটি দোতলা দালানে। দশ কাঠা জমির ওপর স্থাপিত এ স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও কম নয়। প্রায় তিন শ'।

৭০ সাল থেকে ছোটকাটারা প্রাইমারী স্কুলও এমনিভাবে চালু হয়েছে একটি পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। ৯, রায় ঈশ্বরচন্দ্র শীল বাহাদুর স্ট্রীটে অবস্থিত এ স্কুলে ছাত্র সংখ্যা এখন পাঁচ শ' ছাড়িয়ে গেছে।

'৭২ সাল থেকে চালু বাবের-বাজার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও পাঁচ শ'র ওপরে। ১৩৬, ১৫৩, ১৫৯ এবং ১৬৪ নং প্লটের পরিত্যক্ত জমিতে এ স্কুল চলছে।

লালমাটিয়া প্রাইমারী স্কুলও এভাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর চলছে। প্রায় সাড়ে চার শ' ছাত্রছাত্রীর জন্য স্কুলে রয়েছে ১১টি কামরা।

মায়েরবাজারের, ৭২, মনেশ্বর রোডে চালু মনেশ্বর প্রাইমারী স্কুলেরও নিজস্ব কোন জমি নেই। মাত্র দশ শতাংশ জায়গার ওপর প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে এ স্কুল চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

তিন শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে ৭২, এনায়েত গঞ্জ লেনে ফাতেমা জিন্নাহ প্রাইমারী স্কুলটিও এমনিভাবে চলছে। এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে '৭০ সালে। স্কুলটির জমি অনাবাসী সম্পত্তি।

শহীদ আনোয়ার প্রাইমারী স্কুল। এর ছাত্র সংখ্যা তিন শ'র বেশি। ১২, ললিত মোহন দাস লেনে '৬৫ সাল থেকে এ স্কুলটিও চলছে নিজস্ব জমি ছাড়াই।

১৫৮, ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের রহমতগঞ্জ প্রাইমারী স্কুলটিও তিন শ ছাত্রছাত্রী নিয়ে চলছে অনাবাসী সম্পত্তির ওপর।

মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডের আইডিয়াল প্রাইমারী স্কুলটিও সাড়ে তিন শ' ছাত্র নিয়ে ৭২ সাল থেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর চলছে।

ঢাকা শহরের এই বাইশটি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। শিক্ষক সংখ্যা প্রায় দেড় শ'।

বিভিন্ন শিক্ষক জানিয়েছেন যে পরিত্যক্ত ও অনাবাসিক সম্পত্তির ওপর এসব স্কুল চালু রয়েছে বলে এসব স্কুলের উন্নয়নকাণ্ডের জন্য সরকারী কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না ডেভেলপমেন্ট স্কীমের কোন সুযোগ-সুবিধা। ফলে এ সব স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। কমে যাচ্ছে শিক্ষার মান।

তারা আরো জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে লেখালেখি করেও এ সব স্কুলের জন্য কোন জমির বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে ফাইলের ভল্যুমই শুধু বাড়ছে কাজ হচ্ছে না কিছুই।

ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে এসব স্কুলের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলার জন্যই এদিকে আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেছেন: এসব স্কুল আর কতদিন ভূমিহীন হয়ে থাকবে? ফাইলের ফিতায় বাঁধনেই কি আবদ্ধ হয়ে থাকবে এসব স্কুলের সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচী ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ?